যুগান্তর

20 APR 2016
পৃ. 20 কলাম 8

যশোরের শিশু মাগুরায় উদ্ধার

হাফেজি শিক্ষায় বাধ্য করতে শিশুকে শিকলবন্দি

যশোর ব্যুরো ও মাগুরা প্রতিনিধি

ছেলেকে হাফেজি মাদ্রাসায় পড়তে বাধ্য করার কৌশল হিসেবে পায়ে ভারি কাঠের সঙ্গে শিকল তালাবদ্ধ করেন আবদুল আলীম। তার দুই ছেলের মধ্যে আবুজার (১২) ছোট। শুক্রবার আবুজারকে রেখে আসেন পার্শ্ববর্তী সাদুল্যাপুর গ্রামের হাফেজি মাদ্রাসায়। রোববার বিকালে মাদ্রাসা থেকে শিকল বাঁধা অবস্থায় পালিয়ে মাগুরায় চলে যায় শিশুটি। গভীর রাতে মাগুরা শহরের ভায়না মোড় এলাকায় ভারি কাঠের সঙ্গে শিকলবন্দি শিশুটিকে দেখে লোকজন পুলিশে খবর দেয়। থানা পুলিশ তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যদের কাছে তাকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

নির্যাতনের শিকার শিশু আবুজার জানায়, হাফেজি পড়তে ভালো লাগে না তার। মাকে দেখতে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু বাড়িতে ফিরে গেলে বাবা মারধর করে আবারও মাদ্রাসায় শিকল বেঁধে রেখে আসবে। সেজন্য লুকিয়ে ফরিদপুরে খালার বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। রোববার বিকালে মাদ্রাসার অন্যদের ফাঁকি দিয়ে সে পালিয়ে যায়। ভারি কাঠের বোঝাসহ শিকল বাঁধা অবস্থায় কয়েক মাইল হেঁটে, বড় বড় মাঠ পেরিয়ে তারপর একটি বাসে উঠে সে মাগুরা শহরে এসে পৌঁছে। শিশু আবুজারের

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

হাফেজি শিক্ষায় বাধ্য করতে শিশুকে শিকলবন্দি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বাবা আবদুল আলীম জানিয়েছেন, বড় ছেলেটি এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। ছোটটিকে হাফেজ বানানোর জন্য মাদ্রাসায় দেয়া। কিন্তু সে পড়তে চায় না বলেই বাধ্য হয়ে শিকলে বেঁধে দিয়েছি। ছেলেটি ডানপিটে, কোথাও চলে যেতে পারে এ কারণেই তাকে শিকলবন্দি করা হয়।

বাঘারপাড়া থানার ওসি ছয়রুদ্দিন আহমেদ জানান, রোববার শিকলবন্দি অবস্থায় মাগুরায় পালিয়ে যায় শিশুটি। এর আগেও ৩-৪ বার পালিয়েছে সে।

যশোরের বাঘারপাড়া সদুল্যাপুর হাফেজি মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ জাহাঙ্গীর আলম জানিয়েছেন, শিক্ষার্থীদের এভাবে শিকল পরানোর নিয়ম নেই। তারা এটি করেনি। ছেলেটির বাবা শিকল পরিয়ে রেখেছিল।